দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন রবিবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন —ইত্তেফাক

আত্মসমর্পণের পর ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. সদরুল কারাগারে

॥ কোর্ট রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ সদরুল আমীন গত ২১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক বিক্ষোভের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। জরুরি বিধিমালার অধীন শাহবাগ থানায় দায়ের করা পৃথক ২টি মামলায় অধ্যাপক ডঃ সদরুল আমিনের বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত, গত ২ সেপ্টেম্বর গ্রেফতারি ও ক্রোকী পরোয়ানা জারি করে। গতকাল রবিবার অধ্যাপক ডঃ সদরুল আমিন সিএমএম আদালতে আত্মসমর্পণ করে ২টি আবেদন দাখিল করেন। ১টি কারাগারে ডিভিশন প্রদান সংক্রান্ত এবং অপরটি চিকিৎসা সংক্রান্ত। তবে অধ্যাপক ডঃ সদরুল আমিনের পক্ষে কোন জামিনের আবেদন করা হয়নি।

অধ্যাপক ডঃ সদরুল আমিনের পক্ষে তার আইনজীবী (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আত্মসমর্পনের পর

(প্রথম পৃঃ পর)

এডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার আদালতে বলেন, ডঃ সদরুল আমীনের নাম এবং তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তার বর্ণনা এজাহারে নেই। তদন্তকারী কর্মকর্তার (আইও) দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে (চার্জশীট) কোন সু-নির্দিষ্ট অভিযোগ ডঃ সদরুল আমীনের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয়নি।

ডঃ সদরুল আমীন আদালতে আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি নির্দোষ, নিরপরাধ। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক। তিনি ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পলাতক না থেকে স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট ঘটনার সাথে তিনি জড়িত নন।

আদালতে শুনানি শেষে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম ফেরদৌস আলম আসামী ডঃ সদরুল আমিনকে জেল কোডের বিধান অনুসারে কারাগারে প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন আসামীর মর্যাদা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন।

অধ্যাপক সদরুল আমিনের জেল হাজতে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তার বোন মাহমুদা বেগম বলেন, আমার ভাই কখনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেননি। তিনি শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। আমরা উনাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি ভাইয়ের ন্যায়বিচারের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেন।